প্রাক্‌কথন

বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় ও রূপরীতিতে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছেই। সময়ের বিবর্তনে সাহিত্যিকদের জীবনদৃষ্টির অভিমুখ বদলেছে, কথনের রীতি কৌশলেও ভিন্নতা অনিবার্য হয়েছে। সেখানে অনেক পরিবর্তন, অনেক রূপান্তর। আবার মধ্যবিত্তের সংকট এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যেও কতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য এসেছে। এককথায় সমৃদ্ধির ঐতিহ্য নিয়ে যাবতীয় রূপান্তর মান্য করেই বাংলা কথাসাহিত্য নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। কথাসাহিত্যের এই যাত্রাপথ সম্পর্কে অন্যান্যদের মতো আমি নিজেও যথেষ্ট কৌতূহলী। বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে সাহিত্যে যে বাঁক বদল আমরা লক্ষ করি তা আমাকে পাঠক হিসেবে আকৃষ্ট করেছিল। ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, অভিজিৎ সেন, আফসার আমেদ, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মধুময় পাল, নলিনী বেরা সহ যে সমস্ত সাহিত্যিকরা লিখে চলেছেন তাঁদের প্রত্যেকের লেখা আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তাম। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'জলতিমির' ও 'সাতপুরুষ ডট্ কম' উপন্যাস দুটি পড়ার পর আমার মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা জন্মেছিল। লেখক সম্পর্কে জানার তাগিদে তাঁর সমস্ত বইপত্র আমি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি এবং পড়তে শুরু করি। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে তিনি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় এবং তাঁর সাহিত্য বিষয়ক যে সমস্ত জিজ্ঞাসা আমার মনের মধ্যে জন্মেছিল, তা নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে থাকি। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে খুব মনোযোগ সহকারে আমার প্রশ্নগুলো শুনেছিলেন এবং আমার জিজ্ঞাসা নিবারণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি সেসময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল পাঠরত। আমার মনে সাধন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যে জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছিল সেই জিজ্ঞাসা ক্রমশ ভালোবাসায় পর্যবসিত হতে থাকে। আমার অনুসন্ধানী মন তাঁর সমস্ত উপন্যাস, ছোটোগল্প পুনরায় নতুন করে পড়তে আরম্ভ করে, একবার পাঠের পর আবার তাকে নতুন করে পড়া, নতুন করে পড়ে নতুন করে ভাবা এবং একটি স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য নিয়ে আমি গবেষণামূলক কাজ করবো। আমি যখন এ ব্যাপারে আমাদের অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়কে একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে পাঠিয়েছি তিনি তাতে কোনোরকম অসম্মতি প্রকাশ করেননি। এরপর শুরু হয় সাধন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে

নতুন পথ চলা। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ 'পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য (১৯৭০-২০০০) : একটি সমীক্ষা' শিরোনামে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি করেছেন। সেকারণেই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরি করেছি 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস (১৯৭০-২০১৬) : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব' বিষয়ে। বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। এই পাঁচটি অধ্যায়ে হলো—

প্রথম অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমির অনুসন্ধান**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাঁর উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য**

তৃতীয় অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশ চেতনার প্রতিফলন**

চতুর্থ অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারী শক্তির উদ্বোধন**

পঞ্চম অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য**

অন্যদিকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরির পূর্বেই আমি রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপের জন্য আবেদন করি এবং নির্বাচিত হই। [Ref.No.F1-17.1/2016-17/RGNF-2015-17-SC-WES-8561/(SA-III/Website) January 2016] ফলে গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতেও আমি আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে যিনি মূল্যবান সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার পরম পূজ্য তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর স্নেহাশিস, নিরন্তর উৎসাহ, উদ্দীপনা ছাড়া গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সবসময় তিনি পাশে থেকেছেন। তাঁকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের অধ্যাপকিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার মণ্ডল মহাশয়, অধ্যাপক ড. আশিস রায় মহাশয়, অধ্যাপক ড. সূর্য লামা মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. উর্বী মুখার্জি মহাশয়া, অধ্যাপিকা ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, অধ্যাপক ড. প্লাবন

সিংহ মহাশয় প্রমুখেরা নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন—এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। আর যে দু'জন মানুষ আমার জীবনের যেকোনো কাজে যেকোনো পরিস্থিতিতে অনবরত পাশে থেকে প্রেরণা দিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার মা-বাবা। তাঁদের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যাঁদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সুবীরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. ভাস্কর বিশ্বাস মহাশয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. মোনালিসা দাস মহাশয়া ও অধ্যাপক জহর সেনমজুমদার মহাশয়, ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায় মহাশয়, যামিনী রায় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কুন্তল সিনহা মহাশয়, ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সহদেব রায় মহাশয় প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে আমার গবেষণাকর্মকে অনেকটাই সহজসাধ্য করে তুলেছেন কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায়, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্যামল জানা এবং কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপ দত্ত মহাশয়। এই অত্যন্ত গুণী তিনজন মানুষের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এঁদের প্রতি রইলো নিরন্তর শ্রদ্ধা। বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়কে। এই গবেষণার প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য উপাদান, বিভিন্ন বই নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সময় ও অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছি। ফলে গবেষণার অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সহজলভ্য হয়েছে।

এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু রবীন্দ্র কুমার বর্মন, অয়ন মাহান্তী, দেবজিৎ সিংহ, আশিস দেবনাথ, অভিষেক মণ্ডল ও ভাই হীরক বর্মনকে। স্মরণ করি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, আলিপুরদুয়ার জেলা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের কথা। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ

থেকেও নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বই সংগ্রহে সাহায্য করেছেন করুণা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় সম্পূর্ণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমায় উপকৃত করেছে প্রিয় ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার এবং প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছেন গবেষক সাথী নন্দী। এদের একান্ত সহযোগিতার ফসল এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি। এদের সকলের কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে,

কালিপদ বর্মন

তারিখ : ০৩/০৮/২০২১

(কালিপদ বর্মন)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়